দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 NOV 1985
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

001

# অভিন্ন প্রাইমারী শিক্ষা

ঢাকা শহরের প্রায় গলিতে গলিতে প্রতিষ্ঠিত কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে লাল সালুতে নোটিশ টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে 'ভর্তি চলিতেছে।' প্রাইমারী পর্যায়ে শিশুদের ভর্তির মাস এই নবেম্বর-ডিসেম্বর। উচ্চ টিউশান ফি আর নানাবিধ ফি-চাঁদার ব্যয়বহুলে এই স্কুলগুলো নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে বেড়ে চলেছে। প্রতিবছর আবার এসব স্কুলের বেশির ভাগেই মাসিক টিউশান ফি বাড়ানো হয়। এসব স্কুল সম্পর্কে শিক্ষা বিভাগের কোনো দায়িত্ব নেই, এগুলো শিক্ষা বিভাগের অধীনও নয়। বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে চলে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানের কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো। সে তুলনায় দেশের সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলোতে কোনো সাজ-সাজ রব নেই। এখানে বাণিজ্য নেই বলে কেউ লাল সালু টাঙিয়ে দিয়ে ভর্তি হবার জন্য ডাকে না। সরকারী প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষার ন্যূনতম মানও অনিশ্চিত বলে এবং শিক্ষার পরিবেশের অভাবে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবকেরা সন্তানদের এসব স্কুলে পাঠাতে চান না ফলে শহরাঞ্চলেই কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সংখ্যা বেশি। গ্রামের লোকের কোনো বিকল্প না থাকায় সেখানে সরকারী প্রাইমারী স্কুলে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করতে বাধ্য হন অভিভাবকরা।

প্রাইমারী শিক্ষাই ছাত্র জীবনের ভিত্তি গড়ে দেয়। এই ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন মানের শিক্ষার ফলে বিত্তবান শ্রেণীর সন্তানরাই পায় উঠে আসার সুযোগ। অর্থবলে ভাল কিন্ডারগার্টেন থেকে ভাল মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি করানোর ও পড়ানোর সুযোগ পান তারা। অপর দিকে বিত্তহীনদের পরিবার থেকে ছাত্ররা কোনো মতে পাস করে কিংবা ফেল করে মাধ্যমিক পর্যায়ে আসে। এই পরিস্থিতি কল্যাণকর নয়। কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর পাঠ্য তালিকা সরকারী কারিকুলামের বহির্ভূত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। এছাড়া এক স্কুলে পাঠ্য তালিকার সঙ্গে অন্য স্কুলের পাঠ্য তালিকার কোনো মিল নেই। ফলে শিক্ষার অভিন্ন মান নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোকে কোন না কোনভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে নেয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কিন্তু জাতির সামগ্রিক কল্যাণ এবং শিশুদের সুষম বিকাশের স্বার্থে প্রাথমিক পর্যায়ে অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জরুরী প্রয়োজন। প্রাইমারী স্কুলে নতুন ভর্তি মওশুম শুরুর আগেই এ ব্যাপারে কিছু একটা ব্যবস্থা নেয়া উচিত।